Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ ডিসেম্বর , ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ৭ ডিসেম্বর,২০১৫, সোমবার,২০ অগ্রহায়ণ,১৪২২

প্রকাশ্য সমাবেশে বললেন শিক্ষাবিদরা

শিক্ষা-স্বাস্থ্যপরিষেবার সাথে কৃষ্টিকেও ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ডিসেম্বর : রাজ্যে সভ্যতা ও শিক্ষার গভীর সংকট চলছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে এ রাজ্যের কৃষ্টিকেও ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। এর হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে শিক্ষকদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। উত্তোলন, প্রকাশ্য সমাবেশ স্মরণিকা প্রকাশ, শহিদবেদীতে মাল্যদান, মিছিলের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সম্মেলনস্থল কালনা শহরকে গোকুলানন্দ রায় ও পঞ্চানন মণ্ডলের নামে এবং সম্মেলনমঞ্চকে গুরুপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাম গোস্বামীর নামে

কারণ শিক্ষকরাই মানুষকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করতে সক্ষম। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৪ তম বর্ধমান জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে আজ বলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ তথা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক, সমর চক্রবর্তী, আশীষ হাজরা, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সভানেত্রী সুজাতা পাল।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৪ তম বর্ধমান জেলা সম্মেলন পতাকা নামকরণ করা হয়। এই সম্মেলন চলে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সাড়ে তিনশো প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তারা এদিন আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিলে উচ্চ শিক্ষার সফলতা আসে না। বিগত বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলো, তা দেশের কোনো রাজ্য করেনি। তাই এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার একটা বিন্যাস তৈরি হয়েছিলো। আর বর্তমানে পরিবর্তনের সরকার সেই বিন্যাস ভেঙে দিয়ে শিক্ষাকেই ধ্বংস করছে। শিক্ষাকে না

—এরপর চারের পাতায়

১৩টি বামপন্থী গণ-সংগঠনের মঞ্চের ডাকে

দুর্গাপুরে বিশাল জনসভায় তৃণমূলকে হটানোর ডাক দিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৭ ডিসেম্বর : সামনের নির্বাচনে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে হটানোর ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। তার পরের কাজ বিজেপি হটিয়ে দেশকে বাঁচানোর কথা বললেন দুর্গাপুরবাসীকে।

১৩টি বামপন্থী গণ-সংগঠন মঞ্চের ডাকে দুর্গাপুর-২ পূর্ব জোনাল কমিটির উদ্যোগে ফুলঝোরেতে এক বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি যাওয়াকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, পর্দার সামনে কুস্তি, পর্দার আড়ালে দোস্তি। দাদাভাই দিদিভাই। একই অচল পয়সার এপিঠ-ওপিঠ। অন্ডাল বিমান বন্দর নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, এখানে বিমানে চাপার লোক থাকবে না। যে উদ্দেশ্যে আমরা তৈরি করেছিলাম তা আজকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই সরকার। ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট যা যা তৈরি করেছিল চার বছরে তিলে তিলে শেষ করেছে এই সরকার। এক পরিসংখ্যান তুলে তিনি জানান, বামফ্রন্ট সরকার যাবার সময় শেষ তিন বছরে ২০০৯ সালে ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়। ২০১০ সালে বিনিয়োগ হয় ৮ হাজার কোটি টাকা। আর সেটা ২০১১ সালে ১৬ হাজার কোটি টাকা। আর এই সরকারের আমলে ২০১৫ সালে শিল্পে বিনিয়োগ আসে মাত্র ৬০০ কোটি টাকা। শ্মশান করে তুলেছে পশ্চিমবাংলাকে। তাই এই সরকারকে ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কর্মচারী, মহিলা, কৃষক সবার স্বার্থে হটাতে হবে।

এদিনের সভা বানচাল করতে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। এলাকার মানুষের প্রতিরোধে পিছু হটে। এদের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলনেতা জানান, কার জন্যে এসব করছেন? এসব করার আগে সাম্প্রতিককালে বীরভূমে তৃণমূলের হাতে তৃণমূলের খুনের তিনটি তাজা লাশের কথা স্মরণ করবেন। সেখানকার এম.এল.এ বলছেন, আমাদের কর্মী। জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলছেন, আমাদের কেউ না। ওরা বিপদে পড়লেই দায় ঝেড়ে ফেলে দেবে। নেত্রী বর্ধমানকে ভয় পেয়েছেন। কালীঘাটে নিজের দলের এম এল এ, এম পি দে-র কাছে সি পি এম-কে বাড়তে না দিয়ে কার্যত আক্রমণ করার নিদান দিয়েছেন।

—এরপর চারের পাতায়

৬ ডিসেম্বর বামফ্রন্টের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর : সৌহার্দ্য-সম্প্রতি-সংহতির পক্ষে আজ বর্ধমানের এক বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এই দিনটিতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এই পদযাত্রা শুরু হয় বীরহাটা ব্রিজের কাছে পার্বতী মাঠ থেকে। গান-কবিতা পাঠ আবৃত্তির মধ্যে প্রাকৃতিক বিরূপতাকে অস্বীকার করে পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন শহরের সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ। পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক, প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কালিশঙ্কর পাল, বাচিক শিল্পী দেবেশ ঠাকুর, আবুল হাসান প্রমুখ। পদযাত্রা জি টি রোড, বি সি রোড, বিবি ঘোষ রোড হয়ে জেলখানা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এই কর্মসূচি সমগ্র জেলা জুড়ে পালিত হয়েছে।

কালনায় বামপন্থী গণ-সংগঠনগুলির উদ্যোগে এদিন সম্প্রতী মিছিল হয়। কালনার মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে কালনা পুরসভার সামনে শেষ হয়। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী, কেশব ঘোষ, স্বপন ব্যানার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কৃষিতে রাসায়নিক ছেড়ে জৈবতে ফিরতে

জৈব সার ও জৈব কীটনাশক বানাচ্ছেন গঙ্গা সাঁতরা

আলেক শেখ, কালনা : মাটি তো বটেই, মানুষকে জটিল রোগ থেকে বাঁচতে কৃষিতে রাসায়নিক ছেড়ে জৈবতে ফিরতেই হবে। এই মতবাদ বিশ্বস্বীকৃত। বিশ্বের বহু দেশ রাসায়নিক পরিত্যাগ করে খাদ্য উৎপাদনে জৈবতে ফিরেছে। এমনকি বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করলে সেদেশগুলি তাতে রাসায়নিকের ব্যবহার আছে কিনা পরীক্ষা করে নেয়। আমাদের দেশ জৈব কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে থাকলেও জৈব নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। ভারতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের ৯টি রাজ্য জৈব সার ব্যবহার করে সবজি, ফুল, ফল উৎপাদন করছে। পশ্চিমবঙ্গে জৈবর ব্যবহার সরকারিভাবে শুরু না হলেও বেসরকারি ভাবে কিছুটা শুরু হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন নিমপীঠ সহ আরও চল্লিশটি বেসরকারি সংস্থা জৈব চাষ শুরু করেছে। এই চাষে উৎপাদিত খাদ্য মানব দেহকেই সুস্থ রাখে না, জৈব চাষে জমির জলে ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। যা চাষের প্রভূত উপকার হয়। খবরে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারও জৈব চাষের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে। নবান্ন থেকে রাজ্যের ১৯৪টি কৃষি খামার আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়ে জৈব চাষের উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই চাষে ফল, ফুল সবজি ফলানোর কথা বলা হয়েছে। পরে কৃষকদের মধ্যেও জৈব চাষ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের জৈব চাষ নিয়ে চিন্তাভাবনা যখন নির্দেশিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন এই বাংলারই একজন কৃষক গঙ্গা সাঁতরা জৈব চাষ তো বটেই, জৈব সার ও জৈব কীটনাশক উৎপাদন শুরু করেছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। উৎপাদনে সফলতা এলেও বিপণনের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলে জানান গঙ্গাবাবু। তাঁর মতে বিপণনের ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সব সমস্যাই দূরীভূত হবে।

গঙ্গা সাঁতরা কোনো বিজ্ঞানী বা বিষয় বিশেষজ্ঞ নন। তিনি একজন স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সামান্য বেতনভুক কর্মচারী। পাশাপাশি বিঘে কুড়ি জমি উন্নত প্রথায় চাষাবাদ করেন। তাঁর সেই কৃষিজমিকে সম্বল করে জৈব চাষের পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। সেই পরীক্ষাগারে চাষ হচ্ছে পেয়ারা, আপেল, কুল এবং পেঁপে। জৈব চাষ করতে গিয়ে যে কৃষি উপকরণ জৈব সার ও জৈব কীটনাশকের প্রয়োজন, তা তিনি নিজেই বানাচ্ছেন এবং জমিতে প্রয়োগ করছেন। জৈব সার তৈরি করছেন তিন রকমের। সেগুলি হল কেঁচো সার, দানা সার এবং তরল সার। এই তিন রকমের সার উৎপাদন করতে কাঁচা সার হিসাবে প্রয়োজন হয় গোবর, গোচোনা, চিটাগুড়, কলা, বেসন প্রভৃতি। এগুলি তিনি সংগ্রহ করছেন এলাকা থেকেই। আর জৈব কীটনাশকের কাঁচামাল দোক্তা পাতা, আকন্দ পাতা, নিমপাতা প্রভৃতিও মিলছে এলাকার বাজার থেকেই।

গঙ্গাবাবু জৈব চাষের পেয়ারা বাগান দেখিয়ে বলেন রাসায়নিক চাষ ও জৈব চাষের ফারাকটা লক্ষ্য করুন। রাসায়নিক চাষে ফসলের পাতা হবে খুব সবুজ যা পোকা-মাকড়কে আকৃষ্ট করে। আর জৈবতে ফসলের পাতা হয় একটু ফিকে সবুজ—যা পোকা- মাকড়কে আকৃষ্ট করে না। ফলে জৈব ফসলের রোগ-বালাই কম হয়। তিনি বলেন, জৈব চাষের পেয়ারা জমিতে বিক্রি হচ্ছে মাত্র ষোল টাকা কেজি। আর বাজারে সেই পেয়ারার দাম হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ টাকা। অর্থাৎ মধ্যস্বত্ব ভোগীরা লাভের গুড় খেয়ে ফেলছে। এ থেকে বাঁচার পথ সরকারকেই নিতে হবে। বিভিন্ন মোকামে আমাদের বিপণনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে আমরা সরাসরি উৎপাদিত ফসল প্রকৃত ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পারি।

গঙ্গাবাবু আরও জানান, কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশে ক্ষেতমজুরদের কাজের ক্ষেত্র কমেছে। কারণ ধান কাটা, আলু বসানোর যন্ত্র এসে গেছে। তার আগে চাষের ট্রাক্টর তো এসেছে। ফলে গ্রামের ক্ষেতমজুররা বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই আক্রমণের হাত থেকে ক্ষেতমজুরদের বাঁচার পথ দেখাতে পারে জৈব কৃষি। কারণ জৈব কৃষি খুবই শ্রম-নিবিড়। চাষে ট্রাক্টর এসে যাওয়ায় বলদ গরুর প্রয়োজনীয়তা কবেই চলে গেছে। কিন্তু জৈব চাষে প্রচুর গোবর গোচোনার প্রয়োজন থাকায় গরুর প্রচুর প্রয়োজন। গ্রামীণ কিছু মানুষ গোপালনের মাধ্যমেই জীবিকার সন্ধান পাবে। পরিযায়ী জীবনের অবসান ঘটবে ক্ষেতমজুরদের। গঙ্গাবাবুর বাড়ির ঠিকানা গঙ্গা সাঁতরা, গ্রাম চন্ডীপুর, থানা - নাদনঘাট, জেলা- বর্ধমান। মোবাইল নাম্বার - ৯৬৪৭৫৭৪৮৬৬।

নতুন চিঠি

৭ ডিসেম্বর, ২০১৫

ঋণং কৃত্বা ...

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' বলে একটি প্রবাদবাক্য আছে। ব্যাপারটি ব্যক্তিগত, এবং ঋণ করে ঘি খাওয়ারও একটা সদর্থক দিক আছে। কিন্তু একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি ঋণ করে তা কোনো সদর্থক উন্নতির কাজে না লাগিয়ে মেলা, উৎসব, মোচ্ছব আর দেদার অনুদান বিলোনোর কাজে সেই অর্থ উড়িয়ে যান, তাহলে তিনি অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা দেবী তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায়ই প্রায় বলে থাকেন বামফ্রন্ট আমলের ঋণের বোঝা তাঁর কাঁধে এমন ভাবে চেপে আছে যে তিনিই কিছুই করতে পারছেন না। কিন্তু আসল সত্যটা কী? ৩৪ বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার ঋণ রেখে গেছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। যে-কোনো সরকারকেই তার পূর্ববর্তী কম-বেশি ঋণের বোঝা বইতে হয়। কেননা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলিকে নানা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবং বাজার থেকেও ঋণ না তুলে উপায় থাকে না। কিন্তু সেই ঋণের পরিমাণ কত এবং কী কাজে সেই অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, আসল প্রশ্ন সেটাই।

৩৪ বছরে বামফ্রন্টের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল যেখানে ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা, সেখানে মাত্র সাড়ে চার বছরেই মমতা ব্যানার্জীর পেশ করা বাজেট অনুসারেই ঋণের আনুমানিক পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকেই ধার নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসন শেষে বাজার থেকে ধারের পরিমাণ ছিল ৭২ হাজার কোটি টাকা।

গত সাড়ে চার বছরের প্রত্যেক মাসেই বাজার থেকে হাজার হাজার কোটি ঋণ তুলেছে মমতা ব্যানার্জীর সরকার। ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই বাজার থেকে ১ হাজার কোটি টাকা ধার নিতে চলেছে।

এই ঋণের টাকা যদি রাজ্যে শিল্পখাতে বা অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হতো, তা হলেও অন্তত রাজ্যবাসী উপকৃত হতো এবং ঋণ পরিষোধের সামর্থ্যও তৈরি হতো। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারের একেশ্বরী যেভাবে এই ঋণের টাকা নয়-ছয় করে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার ক্লাবকে অনুদানের মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে এমন এক বাহুবলী বাহিনী যা সরকারের বিরুদ্ধে যে-কোনো প্রতিবাদকে দমন করে তাকে সুরক্ষিত করবে।

কিন্তু ইতিহাস বলে এই ধরনের সর্বনাশা ফ্যাসিবাদী দমনমূলক শাসন জনগণ বেশি দিন সহ্য করে না। সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

জাত

মলয় রায়

যে মানুষের মুখোস আঁটা
মুখ নেই, আমরা সেই
মানুষের জাত।
পবিত্র আগুনে
হাত সেঁকি রোজ।

আগামী জন্য
প্রস্তুত করি
নিজেদের।

প্রতিটি হাত মুখ
চোখ পরিষ্কার রেখে

পথ হাঁটি
জঞ্জাল সাফ করি।
সে পথে
আমাদের পিছনে
অজস্র ছাত্র যুব মহিলা।
কত মানুষ

মৃত্যুর মুখেও
জীবনের জয় আঁকি।

পারলে মুখোস পুড়িয়ে
তুমিও দাঁড়াও
পাবে ভালোবাসার হাত।

যে মানুষের মুখোস নেই,
আমরা সেই মানুষের
জাত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. পোর্তুগাল দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? কোন নদীর তীরে? জাতীয় পাখি কী?
২. বর্ধমান-কাটোয়া ন্যারোগেজ লাইন দিয়ে কবে ট্রেন চলে? তখন কী নাম ছিল?
৩. গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া মুম্বাই-এ কবে তৈরি হয়েছিল?
৪. আরব-আমিরশাহি কবে গঠিত হয়? কটি দেশ গঠিত? রাজধানী কোথায়?
৫. ভি পি সিং কবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন? কোন দিন পর্যন্ত এই পদে ছিলেন?
৬. মুর্শিদাবাদের নবাবের হাত থেকে কবে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ইংরেজরা কেড়ে নেয়? মূল উদ্যোগী কে ছিলেন?
৭. স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম? তিনি কবে থেকে কোন দিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
৮. কার বুকে কবে প্রথম হৃৎপিণ্ড সংস্থাপন হয়েছিল? প্রধান ডাক্তার কে ছিলেন?
৯. উক্ত হৃৎপিন্ডটি কার ছিল?
১০. সতীদাহ প্রথার আবসান কবে ঘটে? কার উদ্যোগ কে আইন জারি করেন?
১১. থাইল্যাণ্ড দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এ দেশের জাতীয় পশু কী?
১২. আনডোরা দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? এই দেশের পার্লামেন্টের নাম কী?

(উত্তর শেষের পাতায়)

শান্তি খুঁজছে বহমান ব্রহ্মপুত্র

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

ইঙ্গিতটা আগেই দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সি পি আই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির মুখপত্র ''ডেইলি দেশের কথা''-র উত্তর সম্পাদকীয় 'সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ ও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন—''ত্রিপুরা দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের রক্তঝরা পথের উপর দিয়ে হেঁটে এসে শান্তি স্থাপনে গুরত্বপূর্ণ অবস্থান করেছে। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। কারণ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি।'' গত ২৬ নভেম্বর তাঁর এই নিবন্ধ প্রকাশের ১০ দিন পরের অবস্থা আরও গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করে দেশ বিরোধী কার্যকলাপের একের পর এক

ঘটনা উঠে আসছে। করাচি থেকে কলকাতা ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি হয়েছে। যার কিছুটা মাত্র উদঘাটিত। দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানাচ্ছে শিলিগুড়ির ব্যাঙডুবি বি এস এফ ছাউনিতে কর্মরত সেনাকর্মী আই এস আই গুপ্তচর ফরিদ আহমেদকে জেরায় জানা গেছে অসম ও অরুণাচল প্রদেশে স্থল ও বায়ু সেনার অভ্যন্তরে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা রীতিমত সক্রিয়।

গত ২৬ নভেম্বর নয়া দিল্লি স্টেশনে ধরা পড়ে পাক গুপ্তচর কাফাইতুল্লা ওরফে মাস্টার রাজা। আর সে দিনের সংবাদপত্রেই মানিক সরকারের লেখা সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যপূর্ণ বিষয়টি হল মানিকবাবুর আশঙ্কা একটি নির্দিষ্ট অংশেই সীমাবদ্ধ। বিষয়টিকে নিয়ে তেমন চর্চা হয়নি। অথচ ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে বাকি ৬টি রাজ্য দীর্ঘ সময় ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে রক্তাক্ত। মানিক সরকারের আশঙ্কা বাংলাদেশকে ভিত্তি করে ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ১৬টি ঘাঁটি রীতিমত সক্রিয়। তাদের অস্ত্রবলও যথেষ্ট। এর পিছনে রয়েছে আই এস আই। যদিও বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনার নির্দেশে অবিরত জঙ্গিদমন অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। সম্প্রতী ত্রিপুরা লাগোয়া বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি অরণ্যে ধ্বংস করা হয় বিভিন্ন জঙ্গি ঘাঁটি। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বহু অস্ত্র। বাংলাদেশের মাটি থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার পরিকল্পনা বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া হলেও জটিল সীমান্ত বিন্যাসের কারণে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে।

নিবন্ধে মানিক সরকার লিখেছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে এখনও ১৩৪টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। অস্ত্র বিরতির প্রসঙ্গে ভারত সরকার ২২টি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করলেও যেকোনো মুহূর্তে রক্তাক্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে এমন সংগঠনের সংখ্যা ৬৮টি। তাঁর দেওয়া আরও ভয়ানক তথ্য অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ডের ১৩টি ছোট বড় জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ১৬০০০ -র বেশি। এদের হাতে রয়েছে ৫৫০০-র বেশি উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র। ত্রিপুরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্যে ইঙ্গিত, কোনো ভাবে যদি একযোগে প্রতি আক্রমণ শুরু করে জঙ্গিরা, তাহলে ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে পড়তে চলেছে দেশের বিশাল অংশ। উত্তরবঙ্গকে ঘিরে সড়যন্ত্রের নকশা তৈরির যে তথ্য ধৃত ফরিদ জানিয়েছে তাতে চমকে গিয়েছে গোয়েন্দারাও। ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি, সীমান্ত নিয়ে চিনের আগ্রাসী মনোভাব, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের জমি ব্যবহার করে পাল্টা আক্রমণের ছক কষা, আই.এস.আই-এর মদতে তৈরি হবে এক যুক্ত বাংলা রাষ্ট্র। যার বিবরণ মিলেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের মুখপত্র 'দাবিক'-এ। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে বিশাল বাংলা রাষ্ট্র তৈরির প্রচেষ্টায় কোমর কষে নেমে পড়েছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। আর উত্তর-পূর্ব ভারতকে ঘিরে এই কাজটি শুরু করেছে NSCN(K) গোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও আগ্রাসী এই সংগঠনটি পৃথক নাগাভূমি গঠনের লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলন চালাচ্ছে। ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যাণ্ড (খাপলাং) পরিচালিত হয় মায়ানমারের কাচিন ও রাখাইন প্রদেশ থেকে। মানিকবাবুর তথ্য অন্তত ৯টি প্রথম সারির জঙ্গি গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছে NSCN(K) যাদের মধ্যে রয়েছে ULFA, KCP, KYKL, PREPAK, PLA, UNLF, KLO, NDFB (SANGBIJIT)। সংযুক্ত সংগঠনের নাম United National Front of Western South East Asia or UNLFW। নিবন্ধে মানিক সরকার লিখেছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি ও মুসলিম জনগণের মধ্যে বিরোধ বাঁধানো ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবস্থা তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য যা গোটা দেশকে অস্থির করে তুলবে।

সম্প্রতি NSCN(IM) ও ULFA নরমপন্থী নেতৃত্বে সঙ্গে ভারত সরকারের আলোচনা হচ্ছে। NSCN(IM)-র ভারত সরকারের শান্তি চুক্তি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাকে উড়িয়ে দিয়েছেন নাগা সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা খাপলাং। আবার ULFA (আলফা)-র সঙ্গেও শান্তি আলোচনা চলছে। সংগঠনের আলোচনাপন্থী নেতৃত্ব বিভিন্ন শর্ত মেনে নিলেও তীব্র সশস্ত্র আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন আলফার সুপ্রিম কমান্ডার পরেশ বরুয়া। আশঙ্কা এখানেই। অসম বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা পরেশ বরুয়ার হুমকি সব আলোচনার পথ বন্ধ করতে পারে। সেক্ষেত্রে নয়া দিল্লির অস্ত্র সদ্য হাতে পাওয়া আলফার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অনুপ চেতিয়া। বাংলাদেশ সরকার অতি সম্প্রতি চেতিয়াকে ভারতের হাতে সমর্পণ করে। নয়া দিল্লি-ঢাকা বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে চেতিয়াই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে বাংলাদেশ সমর্পণ করলো। চেতিয়া কি পারবে সংগঠনের শীর্ষ নেতা আত্মগোপনকারী পরেশ বরুয়াকে আলোচনার টেবিলে বসাতে? এক্ষেত্রে আলফার অবস্থানে নজর রাখছে পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উদ্যোগে চলছে NSCN(K) গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলোচনার চেষ্টা। এত সব করেও রক্তাক্ত নাগা পাহাড়ে শান্তি নামবে কি? উত্তেজনায় ফুটতে থাকা উত্তর-পূর্ব ভারতের কাছে এ প্রশ্নই করছে বহমান ব্রহ্মপুত্র।

লোকশিল্পীদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল ককমিটির উদ্যোগে জাহানগর পঞ্চায়েতের, সলন্টু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ১৩ দফা দাবিতে এক কনভেনশন হয়। দাবিগুলি ছিল লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র ও পেনশন চালু করা, সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করা, বার্ধক্য ভাতা চালু করা, ট্রেন ও বাসে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধা দেওয়া, গ্রামে গঞ্জে লোকশিল্পীদের লোকসঙ্গীত-এর চর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলা, লুপ্ত লোকসঙ্গীতকে পুর্নজীবিত করে তোলা, বিনা ব্যয়ে দুঃস্থ শিল্পীদের চিকিৎসার সুযোগ ও বিমা চালু করা প্রভতি। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য তপোময় ঘোষ, পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক রহমান সেখ। এছাড়াও

বক্তব্য রাখেন অঞ্জলি ওঁরাও, মুগলী মুণ্ডা। সভাপতিত্ব করেন সুশান্ত পণ্ডিত। কনভেনশনে ৪৬৫ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

ইনহেলার

ডাঃ গৌতম সাহা

শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকেরা অনেক সময় ইনহেলার নিতে পরামর্শ দেন। সকলেই যে হৃষ্টচিত্তে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা কিন্তু নয়। অনেকের ধারণা, ইনহেলার বা 'গ্যাস' বা 'টানার ওষুধ' ব্যবহার করলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এরপর আর কোনো ওষুধে কাজ হবে না। কারও কারও মতে, এটা-ই শেষ নিদান! ফলত অনেক রোগী ইনহেলার বা শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে স্প্রে আকারে বিশেষ মলিকিউল-টি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন এবং অবাঞ্ছিত বিপদ ডেকে আনেন।

খাবার ওষুধ, ইন্‌জেকশন—ইত্যাদি রকমে শ্বাসকষ্ট লাঘবকারী ওষুধিটি দেওয়া হয় এবং তাতে উপশমও হয়। তবে এদের কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রোগীকে ভোগও করতে হয়। যেমন, হাত-পা কাঁপা, সামান্য বুক ধড়-ফড় করা ইত্যাদি অনেক সময় রোগীকে কষ্টও দেয় এবং এই ধরনের সাইডএফেক্ট অসহনীয় হয়ে উঠলে ওষুধটি বন্ধ করে ইনহেলার বা নেবুলাইজার ফর্মে শ্বাসকষ্ট উপশমকারী ওষুধ ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে করে খুব তাড়াতাড়ি রোগীর আরাম বোধ হয় এবং উপরোক্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না বললেই চলে। কারণ এইভাবে যখন ওষুধ বা ব্রঙ্কোডাইলেটর গ্রহণ করা হয় তখন বস্তুটি সরাসরি শ্বাসনালীতে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে, রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে খুবই নগন্য মাত্রায় পৌঁছায় এবং অবাঞ্ছিত কষ্ট থেকে রোগী মুক্ত থাকেন।

সদ্যজাত শিশু থেকে শুরু করে অশীতিপর বা তদোর্ধ বয়সী রোগীকেও ইনহেলার, নেবুলাইজার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শ্বাসকষ্ট উপশমকারী ওষুধ

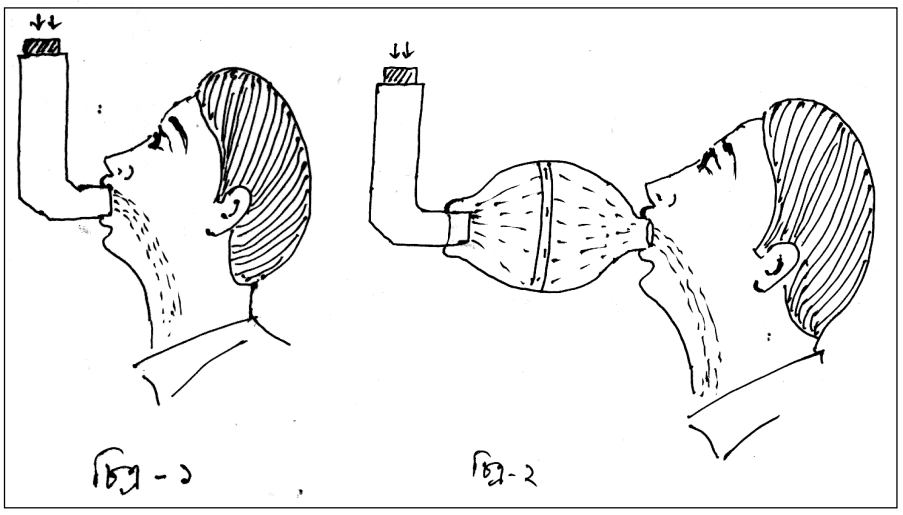

দেওয়া হয়।

তবে সঠিক পদ্ধতিতে ইনহেলার ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি রোগীর শ্বাসকষ্ট কমে এবং বারবার অসুস্থ হওয়া থেকে তাঁরা মুক্তি পান।

এক ধরনের ইনহেলার তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য দেওয়া হয় এবং অন্য রকমের ইনহেলার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে শ্বাসকষ্টজনিত অসুখের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

সরাসরি ইনহেলার ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। তবে তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। অনেকেই হয়তো জানেন, কীভাবে ইনহেলার ব্যবহার করতে হয়। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য বলছি, ইনহেলার খালিপেটে বা খাবার আগে নিলে ভাল কাজ হয়। কারণ তখন প্রশ্বাসের সময় অনেকটা বায়ু ও ওষুধ শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছতে পারে।

ধাপ -১ : বিছানায় আসন করে বসুন বা চেয়ারে শিরদাঁড়া সোজা করে বসুন।

ধাপ -২ : স্বাভাবিকভাবে প্রশ্বাস নিন ও নিঃশ্বাস ছাড়ুন। এরকম পাঁচ-ছ'বার নেওয়ার পর ইনহেলারটির মুখের ঢাকনা বা ক্যাপ খুলে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন যাতে ভেতরের ওষুধ ভাল মত মেশে।

ধাপ - ৩ : মাথা সামান্য পেছন দিকে হেলান যাতে শ্বাসনালীতে কোনো বক্রতা না থাকে।

ধাপ - ৪ : ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে ইনহেলারের মুখ বা মাউথ পিসটা দুই ঠোঁটে চেপে ধরুন।

ধাপ - ৫ : দু'একবার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিন এবং মনে মনে তৈরি হোন একটা লম্বা ও গভীর প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য।

ধাপ - ৬ : গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার মুহূর্তে ইনহেলারের ক্যানিস্টার বা ওষুধের বোতলটিতে হাতের আঙুল দিয়ে জোরে চাপ দিন। প্রশ্বাসের সঙ্গে ওষুধটি কুয়াশা বা মিস্ট-এর আকারে শ্বাসনালীর পথ ধরে ফুসফুসের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যেন যায়।

ধাপ - ৭ : দম-টা ধরে রাখুন। মনে মনে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনতে থাকুন। যতোটা পারেন। বেদম হয়ে পড়বেন না যেন। দেখবেন, আরাম পাবেন।

দুটো পাফ বা স্প্রে বা চাপ নিতে হলে এক মিনিট অপেক্ষা করুন তারপর একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পাফ-টি নিন।

স্পেসারের (চিত্র - ২) মধ্য দিয়ে নিতে হলে ইনহেলারটিকে স্পেসারের একদিকে লাগান। এক থেকে দুটো পাফ চাপ দিয়ে যন্ত্রটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। এরপর মুখের ঢাকনা-টা খুলে গভীরভাবে শ্বাস নিতে নিতে ওষুধটি ইনহেল করুন। কয়েকবার নিলেই কাজ হবে এবং আপনার শ্বাসকষ্ট অনেক কমে যাবে।

ইনহেলার ব্যবহার করা হয়ে গেলে 'যন্ত্র'টি যেখানে সেখানে ফেলে রাখবেন না। নির্দিষ্ট প্যাকেটে বা বাক্সে রেখে জীবাণুমুক্ত স্থানে সুরক্ষিত রাখুন। মনে রাখবেন, চটজলদি আরাম দেওয়ার ব্যপারে 'ইনহেলার' একটি খুব ভাল পদ্ধতি।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল

অশ্বিনীকুমার

২০১৫ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেলেন তিনজন বিজ্ঞানী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেল, জাপানের সাতোসি ওমুরা ও চীনের ইউইউ তু। তিনজন নোবেল প্রাইজ পেলেন প্যারাসাইটিক রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য।

ইউইউ তু *উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেল* *সাতোসি ওমুরা*

প্যারাসাইট-ঘটিত রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিতে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন অঞ্চলে, এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ও মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে, এমনকি ইউরোপের কিছু অঞ্চলে প্যারাসাইট-ঘটিত রোগ দেখা যায় ব্যাপকহারে। ম্যালেরিয়ায় এখনও মারা যায় প্রচুর মানুষ। যদিও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্পর্কে জ্ঞান প্রাচীন যুগ থেকে মানুষের আয়ত্তে। ম্যালেরিয়া ছাড়া, ফাইলেরিয়া, রিভার ব্লাইন্ডনেস ইত্যাদি নানা রোগে মানুষ বহু যুগ ধরে আক্রান্ত হয়েও চিকিৎসার দ্বারা এইসব রোগকে নির্মূল করতে সফল হয়নি।

নোবেল প্রাইজের অর্থমূল্যের অর্ধেক পেয়েছেন দু'জন বিজ্ঞানী, উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেল ও সাতোসি ওমুরা। উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেলের বয়স এখন পঁচাশি বছর, জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে। বর্তমানে রিসার্চ ফেলো এমেরিটাস হিসাবে যুক্ত নিউজার্সির ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাতোসি ওমুরার বয়স এখন আশি বছর; জাপানে এমেরিটাস প্রফেসর হিসাবে যুক্ত জাপানের কিটাসাটো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এঁরা দু'জনে পুরস্কৃত হয়েছেন অ্যাভারকেটিন নামে ওষুধ আবিষ্কারের জন্য। এই যৌগটি রিভার ব্লাইণ্ডনেস ও ফাইলেরিয়ার মতো রোগের চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। অ্যাভারমেকটিনকে সামান্য পরিবর্তন করে আইভারমেকটিন তৈরি করা হয় পরবর্তীকালে, যা ওই দুটি রোগ ছাড়াও অন্য বহু রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়েছে। নোবেল প্রাইজের বাকি অর্ধেক গিয়েছে চীনের চায়না অ্যাকাডেমি অফ্ ট্রাডিশনাল চাইনিস মেডিসিনের প্রধান প্রফেসর ইউইউ তু-এর দখলে। ভদ্রমহিলার বয়স এখন পঁচাশি বছর। এখন উনি কর্মরত অত্যন্ত ব্যস্ত ওই অ্যাকাডেমিতে। ভেষজ প্রাচীন চিকিৎসার ধারাকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে উনি গাছ-গাছড়া থেকে বার করে আনলেন আরটেমিসিলিন। ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় বিশেষত ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার মতো মারাত্মক ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় আরটেমিসিলিন বিপ্লব এনেছে। এই দুটি আবিষ্কার বহু মানুষকে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, রিভার ব্লাইন্ডনেসের মতো মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রসদ যুগিয়েছে ও বহু প্রাণ রক্ষা করতে সাহায্য করে চলেছে। সুইডেনের স্টকহোমে, ক্যারোলিন্সকা ইন্সটিটিউটের নোবেল অ্যাসেম্বলি পাঁচই অক্টোবর, ২০১৫ সালে এই দুই অসামান্য আবিষ্কারের ফলে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষার মতো বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে।

রিভার ব্লাইন্ডনেস সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন প্রায় তিরিশটি দেশে দেখা যায়। এই অসুখে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ আক্রান্ত ও প্রায় তিন লক্ষ মানুষ অন্ধত্বের শিকারে পরিণত হয়। ফাইলেরিয়ায় বর্তমানে আক্রান্ত প্রায় বারো কোটি মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর প্রায় আটন্নটি দেশে ফাইলেরিয়া দেখা যায় বহু মানুষের মধ্যে। আইভারমেকটিন এই দুটি রোগের চিকিৎসা সহজ করে দিয়েছে। বর্তমানে কৃমির ওষুধ অ্যালবেনডাজোলের সঙ্গে আইভারমেকটিন একসঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, ফাইলেরিয়ার ওষুধের সঙ্গে একসঙ্গে আইভারমেকটিন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে বহু ওষুধ প্রস্তুতকারক এইরকম ওষুধ বাজারে নিয়ে এসেছে।

ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় আরটেমিসিলিন বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ওষুধের সঠিক চরিত্র নির্ণয়, রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি বিষয় বিজ্ঞানী মহলে তুলে ধরে নোবেল প্রাইজ পেলেন চীনের ইউইউ তু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৪ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রায় ৩-৪ বিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় বাস করেন। ২০১৩ সালে প্রায় কুড়ি কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন সারা বিশ্বে। মারা যায় প্রায় ছয় লক্ষ মানুষ। আফ্রিকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। আরটেমিসিনের ব্যবহার, অবশ্যই ভেষজ আকারে ও অন্য নামে, চিন দেশে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে প্রায় ২০০০ বছর ধরে।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন চিন দেশের ভেষজ ব্যবহারের ধারা থেকে। ইউইউ তু ভেষজ থেকে এই ওষুধ বার করতে সফল হন ১৯৭২ সালে। প্রথমে উনি নিজে ও ওনার সহযোগী ক'জন বিজ্ঞানী নিজেরা ওষুধ খেয়ে এই ওষুধের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। তারপর একুশ জন ম্যালেরিয়া রোগীর ওপর ওষুধ প্রয়োগ করেন ও রোগ নিরাময়ে সফল হন। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার মতো রোগের ক্ষেত্রে ১৪১ জন রোগীর মধ্যে ১৩১ জনকে রোগমুক্ত করতে সফল হয় এই ওষুধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে ইউইউ তু-র এই যুগান্তরকারী আবিষ্কার এক মূল্যবান দান হিসাবে গণ্য হয়। ১৯৪১ সালে বেজিঙে, ম্যালেরিয়ার ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই ওষুধ বিশেষ পরিচয় লাভ করে এই বিজ্ঞানীর উদ্যোগে।

২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় আরটেমিসিনিনের ব্যবহার শুরু করে। আরটেমিসিনের সঙ্গে অন্য আরেকটি ওষুধ যোগ করে বর্তমানে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার মতো রোগের চিকিৎসা করা হয় সমগ্র বিশ্বে। এই চিকিৎসাপদ্ধতি বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করে চলেছে এই গ্রহে। এই অসামান্য কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একজন বিজ্ঞানী।

আমাদের দেশে আয়ুর্বেদের ব্যাপক প্রসার হয়েছিল এক সময়ে। আয়ুর্বেদের চর্চা আমাদের দেশে এখনও তেমন সমাদর পায়নি বিজ্ঞানী মহলে। পাশের দেশের উদাহরণ আমাদের উৎসাহিত করে। আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননের সঙ্গে আয়ুর্বেদের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির সংযোগ স্থাপন করতে পারলে হয়তো অনেক রোগের চিকিৎসার ধারা উন্নত করতে পারবো। শুধু বাইরের দিকে না তাকিয়ে ঘরের ভেতরটাও খুঁজে দেখা জরুরি। ঘর ও বাহিরের সংযোগ স্থাপন আজ পাশের দেশের বিজ্ঞানীরা করে দেখাচ্ছেন। দেখে শেখা খারাপ কিছু নয়। একটু চোখ-কান খুলে রাখলে পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি কিছুটা গোচরে আসে। জ্ঞানের জগতে সজাগ থাকাটা তো জ্ঞান আহরণের ন্যূনতম শর্ত। এই শর্তটুকু কিছুটা পূরণ করতে পারলে শুধু অনুকরণের গ্লানি থেকে আমরা কিছুটা মুক্ত হতে পারবো। আপাতত, এটুকুই আশা করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে 'বিজ্ঞান মানসিকতা, যুক্তনিষ্ঠ চিন্তা ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখার দাবিতে ও দেশজোড়া ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের সমর্থনে জেলাজুড়ে নানান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির উদ্যোগে পথসভা ও প্রচারসভা ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান হয়।

চাল ও গমে পোকা নিয়ে বিক্ষোভ উচালনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : রেশনে দেওয়া চাল ও গমে পোকা থাকায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের মাধবডিহির উচালনে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রেশন দোকানের মালিক কাঞ্চন হাজরাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। রেশন মালিক দাবি করেন পঞ্চায়েত থেকেই এই নিম্নমানের শস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান আসমারাতারা মুন্সী জানান বিডিও অফিস থেকে যে মাল সরবরাহ হয় সেই মালই রেশন মালিককে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা জানান বার বার জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। সেই জন্য তারা রেশন দোকানে তালাও ঝুলিয়ে দেয়।

বি পি এম ও-র প্রচার জাঠা মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : বি পি এম ও-র প্রচার জাঠা এখনও চলছে। ১৫ দফা দাবির পাশাপাশি স্থানীয় দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে ১১৩ গণ সংগঠনের যৌথ মঞ্চ বি পি এম ও-র ডাকে এক জাঠা মিছিল অনুষ্ঠিত হয় মেমারিতে। মেমারি কালিতলা থেকে শুরু বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। মেমারি শহর পরিক্রমা করে। দুর্গাডাঙাতে গ্রাম ঘুরে মোড়ে এক পথসভা হয়। পদযাত্রায় পুরভাগে ছিলেন অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কোঙার, পীযূষ বিশ্বাস, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য প্রমুখ। সর্বস্তরের মানুষ পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন।

বিড়ি শ্রমিকদের ডেপুটেশন পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : ১৬ দফা দাবিতে বিডিওকে ডেপুটেশন দিলেন পূর্বস্থলী ২ ব্লকে বিড়ি শ্রমিকরা। বর্ধমান জেলা বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পূর্বস্থলী থানা কমিটি এই ডেপুটেশনের আয়োজন করে। উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে মজুরি বৃদ্ধি, পরিচয়পত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ, কল্যাণ তহবিল, যাটোর্ধ শ্রমিককে ৩০০০ টাকা হারে মাসিক অনুদান প্রমুখ। সাধন বিশ্বাস, সঙ্গীতা কীর্তনিয়া সহ দশ জনের এক প্রতিনিধিদল বিডিওর সাথে দেখা করেন ও তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ডেপুটেশন উপলক্ষে একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাধন বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন প্রদীপ সাহা সমাবেশে আসা মহিলা, বিড়ি শ্রমিক শ্রাবন্তী মিস্ত্রি, ঝর্ণা সরকার, সবিতা কীর্তনিয়া, নাসিবা বিবি জানান, বর্তমানে হাজার বিড়ি বেঁধে তারা ১০৫ টাকা মজুরি পান, তাঁদের পরিচয়পত্র নেই, চিকিৎসার সুযোগ নেই। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকামী

অনাবৃষ্টিতে চরম সমস্যায় কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : অনাবৃষ্টিতে চরম সমস্যায় পড়ে শস্যগোলা বর্ধমান জেলার কৃষকরা। এর উপর ডিভিসির সেচখালে জল না দেওয়ায় সমস্যা সংকটে পরিণত হয়। এতো গেল প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা। কিন্তু প্রশাসনও উদাসীন। প্রায় মাস তিনেক আগে বর্ধমানের জামালপুরের চকদীঘি এলাকার ডিভিসির সেচখালের লকগেট ভেঙে যায়। তারপর স্থানীয় কৃষকরা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারে বারে দরবার করেও শুকনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু মেলেনি। চকদীঘি এলাকায় এবছর প্রায় হাজার হেক্টর জমিতে জলের অভাবে রবি চাষ হবে না। লকগেট ভেঙে যাওয়ায় নিচের দিকে জল চলে যাচ্ছে।

এমনিতেই বর্ষার কৃপণতায় খরিফ ধান চাষে চাষিরা চরম মার খেয়েছে। অনেকেই আশায় ছিলেন রবিচাষ অর্থাৎ আলু, সরষে, গম চাষ করে ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু সেই সুযোগ পাচ্ছে না। চাষিদের আবেদন নিবেদনে নির্বিকার প্রশাসন।

দুর্গাপুরে বিশাল জনসভা

—প্রথম পাতার পর

আজকের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভার দু'ধার বাড়ির ছাদে প্রচুর মানুষ বক্তব্য শোনেন।

রক্ষা করো তোমার শহর আমার শহর, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কর, চিটফাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তি চাই— এই দাবি সহ ৫০টি দাবি নিয়ে দু'মাস ধরে ত্রিশ হাজার পরিবারের কাছে হাজির হয় মঞ্চ। শত আক্রমণ সত্ত্বেও মানুষ এগিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা মানুষের মনের দখল চাই। এলাকা দখল চাই না। জনগণের সরকার চাই। বামপন্থীরাই বিকল্প দিতে পারে।

এদিনের বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, কৃষক নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, দুর্গাপুর-২ জোনাল কমিটির উদ্যোগে ১৩ টি গণ-সংগঠনের মঞ্চের আহ্বায়ক পঙ্কজ রায় সরকার এবং সভার সভাপতি বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

ব্রাত্য ক্ষুদিরাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর : আজ বীর ক্ষুদিরাম বসুর ১২৭ তম জন্মদিন। জন্মদিনেও ব্রাত্য ক্ষুদিরাম। ধলদীঘির পারে ক্ষুদিরামের মূর্তি ধোঁয়া-মোছা করে পরিস্কার করা তো দূরের কথা জন্মদিনে সামান্য শুকনো ফুলের মালাও জোটেনি।

কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমানের রায়নার রূপসোনা গ্রামের ধানক্ষেত থেকে কঙ্কাল উদ্ধার। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কঙ্কালটি মহিলার।

টোটো রাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : রাজার শহরে টোটোর রাজত্ব। কড়া হুশিয়ারি পুরপতির। আলগা রাস টেনে ধরতে হিমসিম প্রশাসন। শহরের রিক্সার দাদাগিরি কিংবা যানজট নিত্যদিনের সমস্যা। এই সবের মধ্যে বর্তমানে রাজার রাজত্বে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে ইকোরিক্সা নামে ত্রিচক্র যান। যার পোষাকী নাম টোটো। গলি পথ থেকে ছোট রাস্তা, ঢালাই রাস্তা থেকে পিচ রাস্তা এমন কি রাজপথেও টোটোর দাপাদাপি। নাজেহাল পথচারীরা। দুর্ভোগে ট্রাফিক শাসন। বর্ধমান পুরপতি স্বরূপ দত্তের কড়া বার্তা—আর কোনো ভাবেই টোটোর বেআইনি চলাচল মানবে না প্রশাসন। এখন দেখার বিষয় পুরপতির হুঁশিয়ারি কবে কার্যকরী হয়।

শিক্ষা-স্বাস্থ্যপরিষেবা..

—প্রথম পাতার পর

বাঁচাতে পারলে সভ্যতাই একদিন অস্তাচলে চলে যাবে। তাই শিক্ষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ২৬ জন প্রতিনিধি। সম্মেলন থেকে ৫১ জনের নতুন কমিটির সুজাতা পাল সভানেত্রী আশিষ হাজরা সাধারণ সম্পাদক ও অভিজিৎ ভঞ্জ কোষাধক্ষ্য নির্বাচিত হয়।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল : সাংসদ ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : রায়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। দলীয় নির্দেশ অমান্য করেই ভোটাভুটি হয়। ভোটে সভাপতিপদ প্রার্থী রুনা লায়লা পরাজিত হয়। এই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ তথা রায়নার সভাপতি নির্বাচনের দলীয় পর্যবেক্ষক সুনীল মণ্ডল। এরপরই তৃণমূলের এক গোষ্ঠী সাংসদকে হেনস্থা করে। গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলকর্মীরা।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি দিপালী বিবি, স্বামী - ডালিম সেখ, পিতা - প্রয়াত সেখ আব্দুল সাত্তার, হঠাৎ কলোনী, পোঃ - রাজবাটি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার ভোটার পরিচয়পত্রে আমার নাম দিপালী বিবি, স্বামী - ডালিম সেখ লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহের পূর্বে রেশনকার্ডে আমার নাম সোনামণি বেগম, পিতা - সেখ আব্দুল সত্তার নথিভুক্ত ছিল। দিপালী বিবি, স্বামী - ডালিম সেখ এবং সোনামণি বেগম, পিতা - সেখ আব্দুল সত্তার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সামসের আলম মহঃ, পিতা - জামালুদ্দিন মহঃ, আলুডাঙা, পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সামসের আলম মহঃ, পিতা - জামালুদ্দিন মহঃ, যা আমার ভোটর কার্ড এবং আধারকার্ডে সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেজিস্টার্ট ডিড (নং -I-5120, dt.- 01.07.2011) তে আমার নাম ভুলবশত সামসের, পিতা - মহঃ জামাল নথিভুক্ত হয়েছে। সামসের আলম মহঃ, পিতা - জামালুদ্দিন মহঃ এবং সামসের, পিতা - মহঃ জামাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মুকেশ কুমার, পিতা - সরযুগ প্রসাদ কোয়ার্টার নং - ১০, ২ জিটি রোড, কো এক্সিল কমপ্লেক্স, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম প্রিয়াংশু কুমার যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত প্রিয়াংশু রাজ নথিভুক্ত হয়েছে। প্রিয়াংশু কুমার এবং প্রিয়াংশু রাজ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সৌমেন্দু কুণ্ডু, ওরফে সাউমেন্দু কুণ্ডু, পিতা - নয়ন রঞ্জন কুণ্ডু, গ্রাম-বনসুজাপুর, পোঃ - গলিগ্রাম, থানা - গলসি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৯ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ত্রিজল কুণ্ডু। যা তার বর্ধমান পৌরসভার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত অঙ্কুশ কুণ্ডু নথিভুক্ত হয়েছে। অঙ্কুশ কুণ্ডু এবং ত্রিজল কুণ্ডু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মৃত্যুঞ্জয় মালিক, পিতা প্রয়াত সুদেব চন্দ্র মালিক, গ্রাম - বেলার, পোঃ - বেলার ভূরকুণ্ডা, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Mrityunjoy Malik এবং কন্যার প্রকৃত নাম Pubali Malik। যা আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত আমার নাম Mritunjoy Malik এবং আমার কন্যার নাম Purbali Malik নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার কন্যা Pubali Malik, পিতা - Mrityunjoy Malik নামে সর্বত্র পরিচিত হল।

● আমি শেখ মফিজুল হক, পিতা - প্রয়াত শেখ মোজ্জাম্মল হক, গ্রাম - পলসোনা, পোঃ - কুবাজপুর, থানা -ভাতার, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম শেখ মহঃ শরিফ যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত শেখ মহঃ সাবিল হক, পিতা - শেখ মোফিজুল নথিভুক্ত হয়েছে। শেখ মহঃ শরিফ, পিতা - সেখ মফুজুল হক এবং শেখ মহঃ সাবিল হক, পিতা - শেখ মফিজুল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি উদয় রায়, পিতা - তারাপদ রায়, গ্রাম - রামমুদি পল্লী, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম RICKY ROY। যা তার জন্মশংসপত্রে ভুলবশত DEB RAY নথিভুক্ত হয়েছে। RICKY ROY এবং DEB RAY , পিতা - উদয় রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ইউরোপ, ১ ডিসেম্বর ১১৪০, লিসবন, টেগাস নদীর তীরে, মোরগ; ২। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর, ম্যাকলিওড লাইট রেলওয়ে; ৩। ১৯১১ সালের ২ ডিসেম্বর; ৪। ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর, ৬টি, আবুধাবি; ৫। ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর, ৭ নভেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত; ৬। ১৭৯০ সালের ৩ ডিসেম্বর, লর্ড কর্নওয়ালিস; ৭। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জন্ম ১৮৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি ২৬-১-১৯৫০ থেকে ১২-৫-১৯৬২; ৮। লুইস ওয়াজ ক্যানসকির বুকে, ১৯৬৭ সালের ৩ ডিসেম্বর ডা. ক্রিশ্চিয়ান নিথিং বার্নার্ড সহ ৩০ জন ডাক্তার; ৯। মিস ডেনিস অ্যানডার বেল; ১০। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে লর্ড বেন্টিং; ১১। এশিয়া, ১৭৮২ সালের ৫ ডিসেম্বর, ব্যাঙ্কক, থাইল্যাণ্ডের হাতি; ১২। ইউরোপ, ১২৮৮ সালের ৬ ডিসেম্বর, জেনারেল কাউন্সিল।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

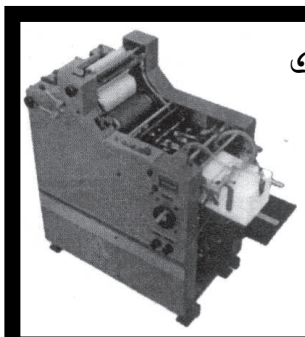

সাধনা প্রেস

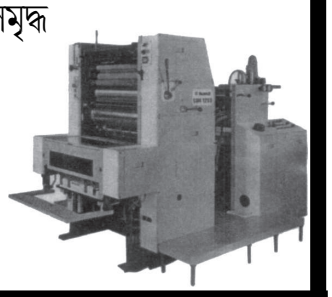

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা